গণশক্তি আমরা নিরপেক্ষ নই, মেহনতী মানুষের পক্ষে

মঙ্গলবার ধর্মতলায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনী আয়োজিত সমাবেশে বলছেন বিমান বসু।

তিনমাসের মধ্যে দাবি না মিটলে আন্দোলনে নামবেন প্রতিবন্ধীরা

বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে বিরাট সমাবেশে ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর– প্রতিবন্ধী মানুষের বিরাট সমাবেশ ও বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মঙ্গলবার এরাজ্যে পালিত হলো বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস। ধর্মতলায় এই দিনে প্রতি বছরই সমাবেশ করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনী। এবারের সমাবেশে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়, বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু, সুজন চক্রবর্তী, বিকাশ ভট্টাচার্য, কনীনিকা ঘোষ, ওয়াসিম কাপুর, ডাঃ আশিস মুখার্জি, সুধাংশু শীল, রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা-সহ বহু বিশিষ্ট মানুষ। ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কান্তি গাঙ্গুলি এবং সর্বভারতীয় সংগঠনের নেতা ভি মুরলিধরনও।

এদিন বিমান বসু প্রতিবন্ধী মানুষজনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, আপনাদের আন্দোলনের ফলে শুধু এরাজ্যে নয়, গোটা দেশের প্রতিবন্ধী মানুষ আজ নিজেদের দাবি আদায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। আপনাদের আন্দোলনের সাফল্য কামনা করছি। আইন অনুসারে শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী মানুষের যে নির্দিষ্ট হারে সুযোগ পাওয়া দরকার তা বাস্তবে পাচ্ছেন না। আপনারা নিজেদের দাবি বাস্তবায়িত করতে যখনই আন্দোলনে পথে নামবেন, আমাদের পাশে পাবেন। রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজাও প্রতিবন্ধী মানুষের দাবিদাওয়া পূরণে রাজ্য সরকারের আরও তৎপরতার আশ্বাস দেন।

কান্তি গাঙ্গুলি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েরা সমাজের মূল স্রোতে ফেরার লড়াই চালাচ্ছেন। ২০১৬ সালে প্রতিবন্ধী আইন রাজ্য ও কেন্দ্রের দুই সরকার নিজের মত করে চালু করেছে। দেশে কমপক্ষে ১২কোটি প্রতিবন্ধী মানুষ রয়েছেন। তবে প্রতিবন্ধীদের শংসাপত্র পেতে খুবই অসুবিধার মুখে পড়তে হচ্ছে। অনেক সময় কেটে যাচ্ছে। চিকিৎসকদের সঙ্গেই অবসরপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্তাদের দিয়ে প্রতি ব্লকে শিবির করে এই শংসাপত্র দেওয়া হোক। আমাদের নানা সমস্যার কথা রাজ্যের শিশু ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী মারফত মুখ্যমন্ত্রীকে জানানোর আবেদন রাখছি। সরকার আমাদের দাবিগুলির দিকে নজর দিন। সমস্যাগুলি মেটান। আমরা তিনমাস সময় দিচ্ছি। দাবি না মিটলে প্রতি জেলায় অনির্দিষ্টকালের জন্য জেলাশাসক দপ্তর ঘেরাও করবেন প্রতিবন্ধী মানুষজন।

এদিন সমাবেশ মঞ্চে প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীরা নাচ ও গান পরিবেশন করেন। একজন প্রতিবন্ধী পড়ুয়াকে ১০হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। তার পড়ার খরচেও সাহায্যের আশ্বাস দেন আয়োজকরা। ক্যান্সার আক্রান্ত গরিব মানুষকে চিকিৎসা করার জন্য ডাঃ আশিস মুখার্জিকে সম্মান জানানো হয়। পুলওয়ামা হামলায় আক্রান্ত সৈনিক নিগমপ্রিয় চক্রবর্তীকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এছাড়াও বক্তারা বলেন, ২০১৬সালের ডিসেম্বর মাসে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের অধিকার আইন রূপায়ণ করে কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় হওয়ায় রাজ্য সরকার বিধি তৈরি শুরু করেছে। প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার ও দাবির প্রশ্নে সরকারের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। প্রতিবন্ধীরা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলে বৃহত্তর আন্দোলন করা ছাড়া পথ থাকবে না তাঁদের কাছে। এদিন সমাবেশে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিবন্ধী মানুষ এসেছিলেন। তাঁদের ভিড়ে অবরুদ্ধ হয়ে যায় রাসমণি রোডের তিনটি লেনই।